I. Resettlement and Relocation options

The census and SES indicate that 86 acres land will be acquired for twelve substations. On the other hand, 804 acres lands will be temporarily used for tower erection and stinging of transmission lines. Due to land acquisition, tower erection and stinging of the transmission line, different crops and trees for keeping minimum clearance will be affected. Some of the households will experience temporary disruption since the transmission lines will overtop their housing premises. They will be entitled to have allowances for temporary disruption. As per the survey, 69% of the affected HHs require cash for land lost while 31% require land for land lost Due to the scarcity of land in Bangladesh land for the land option is not entertained in any of the development projects. In this project, only cash compensation has been provisioned for loss of land and other assets. The survey identified that 53% PAPs require employment followed by assistant/loan (18%), vocational training (17%) and other (12%).

J. Grievance Redress Mechanism (GRM).

Through public consultations, PAPs will have to be informed that they have a right to resolve any grievance/complaints they may have regarding resettlement issues. Grievances will be settled with full representation in GRCs constituted by representatives from the PGCB, RAP implementing agency, local government institutions (LGI) and the PAPs. The PAPs will call upon the support of the IA to assist them in presenting their grievances to the GRCs. The GRCs will review grievances involving compensation and resettlement assistances, livelihood restoration. Grievances will be redressed within four weeks from the date of lodging the complaints.

Level	Members of the GRC at different levels
Level 1 Local (Upazila) level GRC	1. Executive Engineer/Deputy Project Director – Convener 2. Field Coordinator of IA– Member Secretary 3. Upazila Chairman or his representative- Member 4. Agriculture Extension Officer at Upazila level - Member 5. One representative from PAPs male or female (female in case of female aggrieved person) – Member
Level 2 Project Level (PMO)	1. Project Director – Convener 2. Team Leader RAP implementing Agency- Member Secretary 3. Executive Engineer of the project, PGCB-Member
Level 3 ED Level	1. Executive Director (P&D) PGCB, Dhaka - Convener 2. Chief Engineer, PGCB- Member Secretary

DIPAYAN BHADRA
Sub-Divisional Engineer
Project Planning, PGCB

তাহমিনা তাহ
সিনিয়র সহকারী
পরিকল্পনা কমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (১৫ ফাল্গুন ১৪২৪) তারিখ, রোজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চেয়ারপারসন, একনেক
সভার স্থান	:	এনইসি সম্মেলন কক্ষ পরিকল্পনা কমিশন চত্বর
সভার তারিখ ও সময়	:	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮; সকাল ১০.০০ ঘটিকা

২.১ সভায় একনেক-এর বিকল্প চেয়ারম্যান জনাব জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়; জনাব তোফায়েল আহমেদ, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; বেগম মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়; খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; জনাব শাজাহান খান, মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জনাব মোঃ মুজিবুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়; জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; জনাব মোহাম্মদ সাইদ খোকন, মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; জনাব জাহিদ মালেক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনাব নসরুল হামিদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন।

২.২ নির্বাহী কমিটিকে সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সিনিয়র সচিব/সচিব/পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩. সভার শুরুতে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন যে, আজকের 'একনেক' সভাটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১৮তম সভা। এ সভায় ০৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১১টি প্রকল্প, জিওবি ও প্রকল্প সাহায্যের অর্থায়নে ০২টি প্রকল্প, জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ০১টি প্রকল্প এবং জিওবি, প্রকল্প সাহায্য ও সংস্থার নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ০১টি প্রকল্পসহ মোট ১৫টি প্রকল্প একনেক-এর সদয় বিবেচনার্থে পেশ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হলে সর্বমোট ১৭ হাজার ৯৮৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে জিওবি ১১ হাজার ৯৪০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব তহবিল ৫২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫ হাজার ৫২৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা।

৪. সভার শুরুতে জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, একনেকের সদস্য মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালের মা বেগম ফজিলাতুন্নেছার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন যে, আজকের সভায় মোট ১৫টি প্রকল্প একনেক সভার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে ০২ টি শিল্প ও শক্তি বিভাগের, ০৪টি কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের, ০৭টি ভৌত অবকাঠামো বিভাগের এবং ০২টি আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ০৫টি প্রকল্প একনেক-এর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণকে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনসহ আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য/ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ একনেক-এর সদয় বিবেচনার জন্য সভায় পেশ করেন।

৫. আলোচ্য বিষয়-১ : পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন

৫.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বেগম শামীমা নার্গিস বিদ্যুৎ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, প্রকল্পের মেয়াদ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১), প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৫৮০৩.৯৩৮৩ কোটি টাকা [জিওবি ১৬৮৩.৩৮৪৩ কোটি, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক) ৩৬৪২.৪৮৩৫ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল (পিজিসিবি) ৪৭৮.০৭০৪ কোটি] ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৯টি জেলায় পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যে (ক) ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ১২.৬৩ কি. মি. (খ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ১৭৫.৯১ কি.মি. (গ) ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ২৫৬.৩ কি.মি. (১৫৭ কি.মি. রিকন্ডাক্টরিংসহ) (ঘ) ৪০০ কেভি সাব-স্টেশন ২টি (ঙ) ২৩০ কেভি সাব-স্টেশন ২টি (চ) ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন ১০টি (ছ) বে-সম্প্রসারণ ৬টি (জ) রক্ষণাবেক্ষণ এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নতকরণ (ঝ) ৮৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ (ঞ) ১১৫৪১৬৫ ঘ.মি. ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন ও ক্ষমতাবর্ধনের মাধ্যমে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা ও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বলেন যে, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। সে প্রেক্ষিতে, উৎপাদন সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঞ্চালন লাইনের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছে। এছাড়া, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের যে প্রকল্প সাহায্য রয়েছে তার ৪২% হচ্ছে grant element। এ সকল বিবেচনায় তিনি প্রকল্পটি অনুমোদনের অনুরোধ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৫% ব্যবহৃত হয় ঢাকা বিভাগে, বরিশাল বিভাগে ব্যবহৃত হয় ৩% এবং সিলেট বিভাগে ৭-৮% ব্যবহৃত হয়। বাকি বিভাগগুলোতেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য চাহিদা তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে বিদ্যুতের সমবিতরণ করা সম্ভব হয়। দক্ষিণাঞ্চলে অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠলে সেখানে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বরিশাল অঞ্চল অত্যন্ত অবহেলিত অঞ্চল। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে পটুয়াখালী ও বরগুনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

৫.২ **সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) "পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫৮০৩.৯৩৮৩ কোটি টাকা (পাঁচহাজার আটশত তিন কোটি তিরানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার) [জিওবি ১৬৮৩.৩৮৪৩ কোটি, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক) ৩৬৪২.৪৮৩৫ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল (পিজিসিবি) ৪৭৮.০৭০৪ কোটি] প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হল।

৬. আলোচ্য বিষয়-২ : পটুয়াখালী ১৩২০ মে ও সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

৬.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিদ্যুৎ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, প্রকল্পের মেয়াদ (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯), প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৮১৯.৫১৪৬ কোটি টাকা [জিওবি ৭৭৩.৮৯০৯ কোটি টাকা এবং নিজস্ব সংস্থা (এপিএসসিএল) ৪৫.৬২৩৭ কোটি টাকা] ইত্যাদি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়ায় ১৩২০ মে.ও. সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের (ক) জমি অধিগ্রহণ ৯৩০.৬১৫ একর (খ) ভূমি উন্নয়ন ১,১১,৪০,৯৮৬ ঘন মি. (৫ মিটার উচ্চতা হিসেবে ৫৫০.৫৮ একর) (গ) নদী তীরে ভূমি সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ১১ কি.মি. (ঘ) ভূমি সংরক্ষণ ঢাল নির্মাণ সিসি ব্লক ৩ কি.মি. (ঙ) পুনর্বাসন-১২০ পরিবার ইত্যাদি কাজ করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধিত হবে।

সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ধানখালী এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে প্রচুর ধান ও তরমুজ উৎপাদিত হয়। বিদ্যুতের জন্য এ জমি অধিগ্রহণ না করে পতিত জমি বা অব্যহৃত জমি নেয়া হলে ভাল হত।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ:				
২.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২)	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (আর আর আই) প্রকল্প ব্যয়: ৪৭.৬২২৯ কোটি টাকা	১৩.০১.২০১৮
৩.	বাংলাদেশ শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১	কৃষি মন্ত্রণালয়/ (ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট-বারি (লিড এজেন্সি) (খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-ডিএই (সহযোগী সংস্থা) প্রকল্প ব্যয়: ২৯.৮৯ কোটি টাকা	২৬.১১.২০১৭
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ:				
৪.	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন	জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয়: ২৩.৬০ কোট টাকা	১৬.১০.২০১৭
৫.	এনএইচটিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং সোনামসজিদের ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন মোটেল পুনঃনির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রকল্প ব্যয়: ১৪.৯৬২৩ কোটি টাকা	২৮.০৬.২০১৭

২০.১ মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত উপর্যুক্ত ০৫টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেক অবহিত হল।

২১. ফলপ্রসূ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৪.০৩.১৮
(মোঃ জিয়াউল ইসলাম)
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৩/১৮
(এম. এ. মান্নান)
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৩/২০১৮
(আ হ ম মুস্তফা কামাল)
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত/-
৭/৩/১৮
(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
ও
চেয়ারপারসন, একনেক